দিকাপলিতে যীশুর কাজ

মার্ক ৭:৩১-৩৭

গত সপ্তাহে সোর-সীদোনের একটি স্ত্রী-লোকের প্রতি যীশুকে দয়া প্রদর্শন করতে আমরা দেখেছি। এর দ্বারা যীশু একদিকে যেমন জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, আবার অন্যদিকে, স্বজাতীয়দেরকে এই বিদেশিনীর বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিতে সুযোগ দিয়েছেন। অধ্যায়ের শুরুতে যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, খাদ্য গ্রহণের বাহ্যিকপদ্ধতির সঙ্গে শুচিতার কোন সম্পর্ক নেই(১-১৩ পদ);এরপর তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই শুচি (১৪-২৩ পদ)। আবার ২৪-৩০ পদে খাদ্য থেকে তিনি মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (সবাই তাঁকে বিশ্বাসের দ্বারা সুস্থ হয়)। ৩১-৩৭ পদে যীশু আমাদের দেখিয়েছেন দিকাপলির মত বিদেশী অধ্যুষিত এলাকাও তাঁর আশীর্বাদের সীমার বাইরে নয়।

দিকাপলি (দশ নগরী) ছিল দম্মেশক, হিপ্পোস, গাদারা, আবিলা, দীয়ন, কানাতা, স্কিথোপলিস, পেল্লা, গেরাসা এবং ফিলাডেলফিয়া নামক দশ নগরীর সমষ্টি। মার্কের সুসমাচারে আমরা এই দিকাপলির শেষ উল্লেখ পেয়েছি ৫:২০ পদে। সেখানে যীশু গাদারা অঞ্চলে একজন অশুচি-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন। সুস্থতা লাভের পর লোকটি যীশুর সঙ্গে যাবার অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু যীশু তাঁকে আদেশ করেছিলেন, তার স্বজাতীয়দের কাছে তার সুস্থতালাভের কথা প্রচার করতে। সে যীশুর আদেশ পালন করেছিল, দিকাপলিতে প্রচার করেছিল যীশুর কথা।

তাই, যীশু যখন পুনরায় দিকাপলিতে এলেন (৭:৩১ পদ), দিকাপলির লোকেরা তাঁর দ্বারা সাধিত অলৌকিক কাজের কথা জানায়, বোবা-বধির এক ব্যক্তিকে যীশুর কাছে নিয়ে আসে। মথি ১৫:২৯-৩১ পদের বর্ণনা অনুসারে কেবল একজন বোবা-বধিরকে যে যীশু সুস্থ করেছিলেন, তা নয়। বিস্তর লোক খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা ও আরও অনেক অসুস্থকে যীশুর কাছে এনেছিল। যীশু যদিও অনেককে সুস্থ করেছিলেন, মার্ক কেবল এই বোবা-বধিরের সুস্থ হবার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মথি আরও উল্লেখ করেছেন যে, যীশু যখন এই অঞ্চল ত্যাগ করেন, তখন এই বিদেশীরা যীশুর দ্বারা সাধিত কাজগুলি দেখে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব করেছিল (মথি ১৫:৩১ পদ)। মার্কের বর্ণনা অনুসারে, এই লোকটি কিছুই শুনতে পেত না, সঙ্গে সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলতে পারত না।

আসুন, এবারে আমরা যীশুকে দেখি। এর আগে ও পরে যীশু অনেককে সুস্থ করেছেন। সুস্থতা দান কি তাঁর কাছে রুটিনমাফিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে? না, যীশু কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। কেবল শরীর সুস্থ করার উদ্দেশ্যে যীশু পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অনেক মহৎ, যা ছিল আমাদের সমস্ত সত্ত্বাকে অনন্তকালের জন্য সুস্থতা দান। তাই, যখন কাউকে যীশুর কাছে আনা হত, যীশু কেবল তাঁর শারীরিক অসুস্থতা নয়, কিন্তু তাঁর আত্মিক, মানসিক, সামাজিক, বা চারিত্রিক বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য দিতেন।

তাঁকে যারা এনেছিল, তারা চেয়েছিল, যীশু যেন তার উপর হাত রেখে তাকে সুস্থ করেন (৩২ পদ)।

কিন্তু প্রভু তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। কুষ্ঠী নামান (২ রাজা ৫ অধ্যায়), যাকোব (আদি. ৪২, ৪৫ অধ্যায়), যোষেফ (আদি. ৫০ অধ্যায়), বা পৌল (২করি. ১২:৭-১০) এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা কি, যীশুকে বাধ্য করি, আমাদের নিজেদের পদ্ধতিতে কাজ করতে? আসুন, তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে আমাদের বিশ্বাসের প্রকাশ রাখি।

জনতার প্রতি দৃষ্টি থাকলেও, এই মানুষটির প্রতি যীশুর দৃষ্টি হারিয়ে যায়নি। তাই, আমরা দেখতে পাই, তার প্রতি যীশুর বিশেষ যত্ন। (১) তিনি তাকে ভিড় থেকে পৃথক করলেন; লোক-দেখানো কাজ নয় কিন্তু যীশুর প্রতি তাকে মনোযোগী করলেন। (২) তার দু-কানে আঙুল দিলেন; কারণ সে বধির যীশুর কোন কথা বা আজ্ঞা সে শুনতে পারে না, তাই, যীশু তাকে এইভাবে বুঝাতে চাইলেন যে তার কানের প্রতি কিছু করা হবে এবং যীশুই তা করবেন। (৩) যীশু নিজের হাতে থুথু ফেললেন এবং তা দিয়ে লোকটির জিভ স্পর্শ করলেন (যোহন ৯:৬);অর্থাৎ, কেবল কান নয় তার জিভকেও যীশু সুস্থ করবেন, তা তাকে বুঝাতে চাইলেন। (৪) স্বর্গের দিকে তাকালেন, পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চাইলেন, কারণ সকল উত্তম বিষয় উপর থেকে আসে (যাকোব ১:১৭)। (৫) যীশু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; যীশু লোকটির দুঃখে নিজে দুঃখিত হলেন, তিনি কখনও অর্ধেক হৃদয়ে কাউকে সুস্থ করেননি। (৬) যীশু বললেন, "ইপ্‌ফাতা," যীশু তাঁর মাতৃভাষায় (অরামীয়) লোকটিকে সুস্থ করলেন। লোকটির কান ও জিভকে যীশু বন্ধনমুক্ত করলেন, তাকে সার্বিক সুস্থতা দিলেন।

বিদেশী জনতাকে যীশু একটি আদেশ দিলেন, তারা যেন এই ঘটনার কথা কাউকে না বলে। কারণ (১) যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুকে জোর করে এগিয়ে আনার কোন প্রয়োজন নেই। (২) যীশুর পার্থিব কার্যের উদ্দেশ্য শারীরিক বা জাগতিক নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক; তিনি কেবল অলৌকিক কার্যকারী নন কিন্তু সমস্ত পাপী মানুষের সার্বিক পরিত্রাতা। কিন্তু তারা যীশুর আদেশ পালনের পরিবর্তে এই ঘটনার কথা আরও বেশি বলতে লাগল। ৩৭ পদ যীশুর অনুরাগী এইসকল লোকেরা যীশুতে তাদের চমৎকৃত হবার কথা উল্লেখ করে। দুঃখের কথা এই যে, যীশুর কেবল অনুরাগী হয়ে কোন লাভ নেই; তাঁর অনেক অনুরাগীই হারিয়ে গেছে। যীশুর প্রকৃত অনুসরণকারী তাঁর আদেশ পালনকারী (যোহন ১৫:১৪; ৮:৩১, ৩২)। আসুন, আগে তাঁর কথা পালন করি, তাঁর সন্তান হই, তাহলে তিনিই আমাদের ব্যবহার করবেন তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগ অন্যের কাছে প্রকাশ করতে।

আসুন, বিশ্বাসী আমরা যীশুকে অনুসরণ করি। তাঁর আশীর্বাদ পৌঁছে দিতে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করি। মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে মানুষের সেবায়, তাদের সার্বিক সুস্থতার জন্য প্রাণপণ করি। অবশ্য সেই কাজ করার জন্য প্রথমে নিজেরা সার্বিক সুস্থতা লাভ করি- তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁর আদেশ পালন করি ও তাঁকে অনুসরণ করি, তাঁর শিষ্য হই। আপনি কি তাঁর শিষ্য?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)